ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (৩৮নং অংশ)

# ছুটি কিভাবে কাটাবে?

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমীয়া মজলিশ

(এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ এর ৩১নং মাদানী মুযাকারার বিষয়াবলীর আলোকে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগের পক্ষ থেকে আরো অধিক নতুন বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।)

# প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়ত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চিত্তকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাশে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাশিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনিয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** নামে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুস্পস্থবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মমতা ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

**আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ**
**(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**
**১৬ শা'বান ১৪৩৯ হিঃ/ ০৩ মে ২০১৮ ইং**



www.dawateislami.net

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| দরূদ শরীফের ফযীলত | ৩ | নেকীর দাওয়াত প্রসারে শিক্ষকের ভূমিকা | ১৮ |
| ছুটি কিভাবে কাটাবে? | ৪ | শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের শাসক | ১৯ |
| জীবনের কোন ভরসা নেই | ৫ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদানী কাজ | ২০ |
| কোন জ্ঞান অর্জন করা ফরয? | ৬ | ইন্টারনেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব | ২২ |
| পর-পুরুষ থেকে দক্ষতা বা কৌশল শিখা কেমন? | ১০ | একটি কুফরী আক্বীদা | ২৩ |
| ছাত্রীদেরকে যুবক শিক্ষক দ্বারা পড়ানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা | ১১ | ফিরিশতা, জ্বীন এবং শয়তানের অস্থিত্বকে অস্বীকার করা কেমন? | ২৫ |
| পর্দা সহকারে সুন্নি আলিমে দ্বীনের বয়ান শুনা জায়িয | ১২ | একটি "ভুল শব্দ"ও জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে | ২৮ |
| বেপর্দাময় পরিবেশের ক্ষতি সমূহ | ২৩ | হাতে অগ্নিকণা | ২৮ |
| মহিলাদের জন্য চাদর এবং চার দেয়ালের বিধান | ১৫ | সুন্নাত বর্জন যেনো কুফরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে না দেয়! | ২৯ |
| পরীক্ষায় নকল করা কেমন? | ১৭ | পৃথিবী ও আসমান স্থির | ৩০ |




www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# ছুটি কিভাবে কাটাবে?

**(অন্যান্য চিত্তকর্ষক প্রশ্নোত্তর সহ)**

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক না কেনো এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা গুনাহ সমূহকে এমন দ্রুত মিটিয়ে দেয় যে, পানিও আগুনকে এত দ্রুত নিভায় না এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম মুক্ত করার চেয়ে উত্তম।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১. তারিখে বাগদাদ, বাবুল জীম, জাফর বিন ঈসা, ৭/১৭০, নম্বর-৩৬০।



www.dawateislami.net

# ছুটি কিভাবে কাটাবে?

**প্রশ্ন:** শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হওয়া বাৎসরিক ছুটি সমূহ কিভাবে কাটাবে?

**উত্তর:** স্কুল কলেজ ইত্যাদিতে পাঠরত ও পাঠদানরত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সারা বছর দুনিয়াবী শিক্ষায় ব্যস্ততার কারণে দ্বীনি শিক্ষার প্রতি মনযোগ দিতে পারে না, সুতরাং তাদের উচিৎ যে, যখনই ছুটি হয় তখন তা গনিমত মনে করে এতে ব্যাপকভাবে ইলমে দ্বীন অর্জন করার চেষ্টা করা। ইলমে দ্বীন শিখার অনন্য মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সাধারণ ইসলামী ভাইদের জন্য ৬৩দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করানো হয়, যাতে শুধু ইলমে দ্বীন শিখানো হয়না বরং এর উপর আমল করানো এবং তা সারা দুনিয়ায় প্রসার করার পবিত্র প্রেরণায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরও করানো হয়, সুতরাং ছুটির সময় এই উপকারী কোর্সটি করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অনেক বরকত অর্জিত হবে। যেমনিভাবে দুনিয়ার উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য এতো চেষ্টা করা হয়, তেমনিভাবে নিজের কবর ও আখিরাতকে সজ্জিত করতেও চেষ্টা করা উচিৎ। সাধারনত দেখা যায় যে, এই ছুটিগুলোও আনন্দ ফুর্তি এবং অন্যান্য অহেতুক কাজে অতিবাহিত করে দেয়া হয়, অথচ



www.dawateislami.net

অনেক শিক্ষার্থী এই ছুটিতে প্রমোদ ভ্রমনে চলে যায় কিন্তু সেখানে কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু কোলে ঢলে পরে।

## জীবনের কোন ভরসা নেই

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দুনিয়াবী শিক্ষায় ওতপ্রতভাবে লিপ্ত হয়ে নিজের কবর ও আখিরাতকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। দুনিয়াবী শিক্ষা সম্পন্ন করার মাঝে প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে হেলাফেরাকারী এবং সময় থাকার পরও সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিতকারীদের উচিৎ যে, জীবনের কোন ভরসা নেই, দুনিয়াবী শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া এবং উজ্জল ভবিষ্যৎ দেখা পর্যন্ত জীবিত থাকবে নাকি থাকবে না, এই বিষয়ে কারো নিকট কোন জামানত (Guaranty) নেই। যদি দুনিয়াবী শিক্ষার ব্যস্ততার কারণে দ্বীনি শিক্ষার জন্য সময় দিতে না পারে তবে কমপক্ষে ছুটির অবসর সময়গুলোতে, নিজের যৌবন এবং সুস্বাস্থ্যকে গণিমত মনে করে দ্বীনের জন্য সময় বের করুন এবং মাদানী কাফেলায় সফর করুন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাঁচটিকে পাঁচটি জিনিষের পূর্বে গণিমত মনে করো! (১) যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে (২) সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে (৩) সম্পদশীলতাকে অভাবের পূর্বে (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে এবং (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।[১]

১. মুস্তাদরিক হাকিম, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৬।



www.dawateislami.net

**গাফিল তুঝে ঘড়িয়াল ইয়ে দেতা হে মুনাদী**
**কুদরত নে ঘড়ি ওমর কি ইক অউর ঘাটা দিই**

## কোন জ্ঞান অর্জন করা ফরয?

**প্রশ্ন:** মুসলমানের উপর কোন কোন বিষয় শিখা আবশ্যক? তাছাড়া নিজের সন্তানদেরকে কখন কি শিখাবে?

**উত্তর: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানরে উপর ফরয।[১] এই **হাদীসে পাকে** স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষা নয় বরং প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞানই উদ্দেশ্য। সুতরাং সর্বপ্রথম ইসলামী আক্বীদা শিখা ফরয, এরপর নামাযের ফরয ও শর্তসমূহ এবং নামায কিভাবে বিশুদ্ধ হয় এবং কিভাবে ভঙ্গ হয় অতঃপর রমযানুল মুবারকের আগমন হলে তবে যার উপর রোযা রাখা ফরয তার জন্য রোযার প্রয়োজনীয় মাসআলা, যার উপর যাকাত যাকাত ফরয হয়েছে তার জন্য যাকাতের প্রয়োজনীয় মাসআলা, অনুরূপভাবে হজ্জ ফরয হলে হজ্জের, বিবাহ করতে চাইলে তবে বিবাহের, ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসার, ক্রেতার জন্য ক্রয় করার, চাকরী প্রত্যাশী এবং চাকুরে দাতার জন্য চুক্তির وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس (অর্থাৎ এবং এভাবে অনুমান করে)

১. ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪৬, হাদীস নং-২২৪।



www.dawateislami.net

প্রত্যেক মুসলমান সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর উপর তার বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী মাসআলা শিখা ফরযে আইন। অনুরূপভাবে প্রত্যেকের জন্য হালাল ও হারামের মাসআলা শিখা ফরয। তাছাড়া বাতেনী আসআলা অর্থাৎ বাতেনী ফরযসমূহ যেমন; বিনয় ও একনিষ্ঠতা এবং তাওয়াক্কুল (**আল্লাহ**র প্রতি ভরষা) ইত্যাদি এবং তা অর্জন করার পদ্ধতি এবং বাতেনী গুনাহ সমূহ যেমন; অহঙ্কার, লৌকিকতা, হিংসা, কু-ধারনা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ, অন্যের দুঃখে আনন্দিত হওয়া ইত্যাদি এবং এর প্রতিকার শিখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (বিস্তারিত জানার জন্য ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২৩তম খন্ডের ৬১৩-৬২৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন) ধ্বংসে নিক্ষেপকারী বিষয় যেমন; ওয়াদা খেলাফী, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, অপবাদ, কু-দৃষ্টি, ধোকা, মুসলমানদের কষ্ট দেয়া ইত্যাদি সকল সগীরা ও কবীরা গুনাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান শিখাও ফরয, যাতে এথেকে বিরত থাকা যায়।[১][২]

---

১. নেকীর দাওয়াত, ১১৩ পৃষ্ঠা।

২. **ইসলামী আক্বীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা প্রকাশিত কিতাব "কিতাবুল আক্বায়িদ", "বাহারে শরীয়ত (প্রথম অংশ)", "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব", "তামহীদুল ঈমান" এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা জানার জন্য "নামাযের আহকাম", "বাহারে শরীয়ত (দ্বিতীয় থেকে অষ্টম অংশ), এগারোতম অংশ থেকে চুক্তি (অর্থাৎ কর্মচারী রাখা এবং কর্মচারী হওয়ার মাসআলা) এবং চৌদ্দতম অংশ থেকে ক্রয় বিক্রয়ের মাসআলা" হালাল ও হারামের মাসআলা জানার জন্য "১০১টি মাদানী ☞**



www.dawateislami.net

তাজবীদ সহকারে কোরআনে পাক শিখাও আবশ্যক। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে এতটুকু তাজবীদ শিখা ফরযে আইন, যাদ্বারা বিশুদ্ধভাবে অর্থাৎ তাজবীদের কায়দা অনুযায়ী হরফ বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে আদায় করতে পারে এবং ভুল পড়া থেকে বাঁচতে পারে।[১] অনুরূপভাবে নামাযের যিকির সমূহ (অর্থাৎ নামাযে তিলাওয়াত ব্যতিত যা কিছু পাঠ করা হয় তা) বিশুদ্ধভাবে শিখাও আবশ্যক। যে ব্যক্তি سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم এর "عَظِیْم" কে عَزِیْم (ظ এর পরিবর্তে ز) পাঠ করলো তবে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, সুতরাং যে বিশুদ্ধভাবে "عَظِیْم" আদায় করতে পারে না, সে سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْکَرِیْم পাঠ করবে।[২] অনুরূপভাবে যতটুকু কোরআনে পাক মুখস্ত রয়েছে তা মুখস্ত রাখাও আবশ্যক। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কোরআন পড়ে ভুলে যাওয়া

---

☜ ফুল", "১৬৩টি মাদানী ফুল", "সুন্নাত ও আদব", "বাহারে শরীয়ত (ষোলতম অংশ)", ধ্বংসে নিক্ষেপকারী ও এ থেকে বাঁচার উপায় জানার জন্য "বাতেনী বিমারিউঁ কা ইলাজ", নাজাত দিলানে ওয়ালে আমাল কি মালুমাত", "বেটে কো নসীহত", "মিনহাজুল আবেদীন", "ইহইয়াউল উলুম" এবং "কিমিইয়ায়ে সা'আদাত" অধ্যয়ন করুন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৩৪৩।
২. কানুনে শরীয়ত, ১৮৬ পৃষ্ঠা।



www.dawateislami.net

গুনাহ। যে ব্যক্তি কোরআনের আয়াত মুখস্ত করে ভুলে যাবে, কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে।[১][২]

আর সন্তানদের শিখানোর ব্যাপারটি হলো, তাদের কোরআনে পাক শিখান, সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ দেয়ার পাশাপাশি নামায এবং পবিত্রতার প্রয়োজনীয় মাসআলাও শিখান, কেননা সাত থেকে নয় বছরের শিশুদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ করে মাদানী মুন্নীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মাদানী মুন্নীরা এই বয়সের পর যেকোন সময়েই প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে শিখানোর পর দুনিয়াবী শিক্ষাও শর্তানুসারে দেয়া যেতে পারে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা এবং পবিত্রতা ও নামায রোযার মাসআলা শিখা সবার জন্য ফরয। এই প্রয়োজনীয় বিষয়াদী ও কোরআনে পাক পড়ার পর যদি উর্দূ বা গুজরাটী (অর্থাৎ অন্য ভাষার) দুনিয়াবী কিতাবসমূহ দ্বীনের পরিপন্থি কোন বিষয় নেই, অশ্লিলতা নেই, নেই কোন চরিত্র ও স্বভাবে মন্দ প্রভাবকারী বিষয় এবং

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫২-৫৫৩, ৩য় অংশ।

২. **আরো বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা ফয়যানে মাদানী মুযাকারা ৩৪তম পর্ব "শয়তানের জন্য অত্যধিক কঠিন কে?" অধ্যয়ন করুন।** (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)



www.dawateislami.net

পাঠদানকারীনি মহিলা সুন্নি মুসলমান, সৎচরিত্রা, লজ্জাশীলা হলে তবে কোন সমস্যা নাই।[১][২]

## পর-পুরুষ থেকে দক্ষতা বা কৌশল শিখা কেমন?

**প্রশ্নঃ** পর-পুরুষ থেকে কোন কিছুতে দক্ষতা অর্জন বা কৌশল শিখা কেমন?

**উত্তরঃ** পাঁচ সাত বছরের শিশু হলে তবে তাদের শিখাতে কোন সমস্যা নেই তবে যুবক ছেলে এবং মেয়ের একে অপরের নিকট শিখা শেখানোতে অনেক বেশি বিপদ রয়েছে। সাধারনত এই শিখা ও শেখানোর বিষয়টি বেপর্দা এবং খোলামেলা ভাবেই হয়ে থাকে, যা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। যদি তারা একে অপরকে স্পর্শও না করে তবুও কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানো খুবই দুরহ। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান কখনেই নিজের সন্তানদেরকে এরূপ পরিবেশে শিখানো ব্যবস্থা করতে পারে না। পর-পুরুষের সাথে সর্বদা পর্দাই করতে হবে, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে কারো জন্য ছাড় নেই। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬৯৩।

২. **সন্তানের প্রশিক্ষনের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "তরবিয়্যতে আওলাদ" এবং ফয়যানে মাদানী মুযাকারার ২৪তম পর্ব "বাচ্ছো কি তরবিয়্যত কব অউর কেয়সে কি জায়ে?" অধ্যয়ন করুন।** (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)



www.dawateislami.net

মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়ার** ২৩তম খন্ডের ৬৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন: "পর্দার ব্যাপারটি শিক্ষক ও শিক্ষক নয় এমন, আলিম ও আলিম নয় এমন, পীর সবার জন্যই সমান।"

## ছাত্রীদেরকে যুবক শিক্ষক দ্বারা পড়ানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা

দক্ষতা বা কৌশল শিখানো দূরের বিষয়, দ্বীনের জ্ঞান অর্জনকারীনি ছাত্রী পর্দাশীলও কিন্তু পাঠদারকারী শিক্ষক যুবক হলে তবুও ছাত্রীর জন্য তার নিকট যাওয়া এবং পড়ার শরীয়তে অনুমতি নেই, কেননা পর্দা করার পরও পাঠকারীনি বন্ধ ঘরে এবং পরিচিত হয়ে থাকে সুতরাং বিপদ খুবই বেশি হয়ে থাবে। আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই কারণেই পরিপূর্ণ পর্দা করার পরও মহিলাদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য যুবক পীরের নিকট যাওয়ার অনুমতি দেননি, যেমনটি ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফে রয়েছে: যদি শরীর মোটা এবং ঢিলেঢালা কাপড়ে আবৃত থাকে, এমন পাতলা (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীর বা চুলের রং প্রকাশিত হয়, আর এমন আটোঁসাটোঁও (কাপড়) যেন না হয় যে, শরীরের আকৃতি বুঝা যায় এবং একাকীও যেন না হয় আর পীর যেন যুবক না হয় (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধ হওয়া, যাতে উভয় পক্ষ থেকে অর্থাৎ পীর ও মুরীদনী কারো পক্ষ থেকে যৌন উত্তেজনার আশংকা না হওয়া) মোটকথা না কোন ফিতনা সেই সময়ে হয়, না ভবিষ্যতে হওয়ার আশংকা হয়, তবেই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন এবং

আল্লাহর রাস্তার কাজসমূহ শেখার জন্য যাওয়া বা ডাকাতে কোন সমস্যা নাই।[১] এ থেকে ঐসকল লোকেরা শিক্ষা অর্জন করুন, যারা বেপর্দাময় পরিবেশে কোন কৌশল বা কাজ শিখে বা শেখায়।

## পর্দা সহকারে সুন্নি আলিমে দ্বীনের বয়ান শুনা জায়িয

হ্যাঁ! পর্দা সহকারে সুন্নি আলিমে দ্বীনের বয়ান শুরা জায়িয, কেননা বয়ান শুনা এবং পড়তে যাওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং ওয়াজী (অর্থাৎ বক্তা) বা মিলাদ পাঠকারী যদি বিশুদ্ধ আক্বীদার সুন্নি আলিম হয় আর তার ওয়াজ ও বয়ান বিশুদ্ধ ও শরীয়ত অনুযায়ী হয় এবং (মহিলাদের আসা) যাওয়াতে পুরোপুরি সতর্কতা ও পরিপূর্ণ পর্দা হয় আর কোন ফিতনার আশংখ্যা না থাকে এবং পুরুষের বৈঠক থেকে দূরে (যেখানে একে অপরকে দেখে) তাদের বৈঠক হয়, তবে সমস্যা নেই।[২]

## বেপর্দাময় পরিবেশের ক্ষতি সমূহ

**প্রশ্ন:** পর-পুরুষের সাথে পরস্পর বেপর্দা এবং বন্ধুসুলভ পরিবেশ থাকাতে কি ক্ষতি রয়েছে?

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/২৪০।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/২৩৯।



www.dawateislami.net

**উত্তরঃ** পর-পুরুষের সাথে পরস্পর বেপর্দা এবং বন্ধুসুলভ পরিবেশ রাখা সম্পূর্ণ না-জায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এই বেপর্দাময় ও খোলামেলা পরিবেশের ইহকালিন ও পরকালিন ক্ষতি সম্পর্কে প্রত্যেক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলমান ভালভাবেই বুঝতে পারে। এরূপ মিশ্রিত পরিবেশের কারিশমাতেই, আজকাল যুবতি মেয়েরা বাড়ি থেকে পালানোর সংবাদ শুনা যাচ্ছে, যার কারণে পিতামাতা এবং পুরো বংশের দূর্নাম হচ্ছে। এর অপরাধী স্বয়ং পিতামাতাও হয়ে থাকে, কেননা যদি তারা তাদের সন্তানকে শরীয়ত অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতো তবে আজ তাদের এই অপদস্ততার দিন দেখতে হতো না। পবিত্র শরীয়তে মহিলাদেরকে বাড়িতে অবস্থান করা, পর্দা সহকারে থাকা এবং পর-পুরুষের সাথে বিনা কারণে কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে, যদি প্রয়োজনে পর-পুরুষের সাথে কথা বলতেও হয় তবু তাদের কথা বলার স্বরে সংবেদনশীলতা এবং কথায় নম্রতা সৃষ্টি করা নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:



www.dawateislami.net

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۲﴾ وَ قَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩২-৩৩)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** যদি **আল্লাহ**কে ভয় করো তবে কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করো না যেন অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে; হ্যাঁ, ভালো কথা বলো। আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বে-পর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

এই আয়াতে মুবরাকায় সদরুল আফাযিল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এতে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে কোন পর-পুরুষের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে হয়, তবে এভাবে বলার চেষ্টা করো যেনো কথা বলার ভঙ্গিতে কোমলতা না আসে, কথায়ও যেনো নমনীয়তা না আসে; বরং কথা অতি সাধারনভাবে বলা উচিৎ। পবিত্রাশ্রয়ী মহিলাদের জন্য এটাই শোভা পায়। দ্বীন ও ইসলামের এবং সৎকর্মের শিক্ষা দান ও সদুপদেশের যদি প্রয়োজন দেখা দেয় (তবে বলুন) কিন্তু অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে। **‘পূর্ববর্তী জাহেলিয়্যত’** দ্বারা ইসলামের পূর্ব যুগ বুঝানো হয়েছে। সেই যুগে নারীরা সগর্বে ঘর থেকে বের হতো, স্বীয় রূপ লাবন্য প্রকাশ করতো, যাতে পুরুষেরা তাদের প্রতি তাকায়। পোষাকও এমনভাবে পরিধান করতো যে, তা দ্বারা



www.dawateislami.net

শরীরের অঙ্গগুলো ভালোভাবে ঢাকতো না। আর **'পরবর্তি জাহেলিয়্যত'** দ্বারা শেষ যুগ বুঝানো হয়েছে, যেই যুগে মানুষের কাজকর্ম পূর্ববর্তিদের মতো হয়ে যাবে।

## মহিলাদের জন্য চাদর এবং চার দেয়ালের বিধান

**প্রশ্ন:** চাদর এবং চার দেয়াল কি মহিলাদের উন্নতির জন্য প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ?

**উত্তর:** চাদর এবং চার দেয়াল কি মহিলাদের উন্নতির জন্য প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ নয় বরং তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতি ও সফলতার উপায়, কেননা চাদর (অর্থাৎ পর্দা করা) এবং চার দেয়াল (অর্থাৎ ঘরে অবস্থান করা) এর আদেশ **আল্লাহ তায়ালাই** দিয়েছেন, যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার** ইরশাদ করেন:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না।

**রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলা হলো গোপন করার বস্তু, যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন তাকে শয়তান উঁকি মেরে দেখে এবং মহিলারা **আল্লাহ তায়ালার** নৈকট্যশীল তখনই হয়, যখন সে নিজের ঘরে অবস্থান করে।[১] নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. সহীহ ইবনে খুযাইমা, কিতাবুল ইমামাতি ফিস সালাত, ৩/৯৩, হাদীস নং-১৬৮৫।



www.dawateislami.net

এর বিধানাবলীর অনুসরণই উন্নতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাটি। **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা করে কেউ প্রকাশ্যভাবে দুনিয়ায় যতই উন্নতি করুক না কেনো, অবশেষে সে বিফল ও পরাজিতই থাকবে, কেননা দুনিয়াবী জীবন হলো নশ্বর এবং প্রতারনার সম্পদ। আসল উন্নতি ও সফলতা তো এতেই যে, মানুষ নিজের জীবনকে শরীয়তের বিধানাবলী অনুযায়ী অতিবাহিত করে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে সফল হয়ে যাওয়া, যেমনটি **খোদায়ে রহমান** ইরশাদ করেন:

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۱۸۵﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ১৮৫)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবনতো এ ধোকারই সম্পদ।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মহিলা (আওরত) অর্থ হলো লুকানোর বস্তু, সুতরাং মহিলাদের বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে না দেয়া, এতেই তাদের নিরাপত্তা এবং মঙ্গল। যদি **আল্লাহ তায়ালার** বিধানাবলী এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণীসমূহের বিরোধীতা করে দুনিয়াবী সফলতা অর্জন করতে অগ্রসর হতে হয়, তবে আমরা পেছনে পরে থাকাই কামনা করবো। আমরা



www.dawateislami.net

পবিত্র শরীয়তের বিধানাবলীর উপর আমল করে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে সোজা জান্নাতে চলে যাবো।[১]

**বাগে জান্নাত মে মুহাম্মদ মুচকুরাতে জায়েঙ্গে**
**ফুল রহমত কে ঝড়েঙ্গে হাম উঠাতে জায়েঙ্গে**

## পরীক্ষায় নকল করা কেমন?

**প্রশ্নঃ** পরীক্ষায় নকল (Cheating) করা কেমন?

**উত্তরঃ** পরীক্ষায় নকল (Cheating) শরীয়তের দৃষ্টিতেও সঠিক নয় এবং যুক্তির দিক দিয়েও সঠিক নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই কারণেই সঠিক নয় যে, এর মাধ্যমে প্রতারনা করা হয় এবং প্রতারনাকারী জন্য **হাদীসে পাকে** জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশাদ করেন: তিন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না: (১) ধোকাবাজ (২) কৃপণ (৩) উপকার করে খোঁটা প্রদানকারী।[২] তাছাড়া নকল করতে গিয়ে ধরা পরা অবস্থায় অপদস্ত হতে হয় এবং একজন মুসলমান নিজেকে অপদস্ততায় উপস্থাপন করা

---

১. পর্দা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর" অধ্যয়ন করুন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

২. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ৩য় অংশ, ২/২১৮, হাদীস নং-৭৮২৩।



www.dawateislami.net

কখনোই জায়িয নয়, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اُعْطِىَ الذِّلَّ مِنْ نَفْسِهٖ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরয়ী অপারগতা ব্যতিত নিজেকে স্বইচ্ছায় অপদস্ততায় উপস্থাপন করবে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।[১] নকল করা যুক্তির দিক দিয়েও সঠিক নয়, এই কারণে যে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো স্মরণশক্তি এবং পরিশ্রমের মূল্যায়ন করা আর নকল করা অবস্থায় এই উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে না।

## নেকীর দাওয়াত প্রসারে শিক্ষকের ভূমিকা

**প্রশ্ন:** একজন শিক্ষক তার পর্যায়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করে কিভাবে দ্বীনে ইসলামকে উপকৃত করতে পারে?

**উত্তর:** যারা শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকে (অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি, যারা মানুষের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র হয়, যাদের প্রতি সকল লোক ধাবিত হয়) তারা অন্যদের তুলনায় দ্বীনের (ধর্মের) কাজ বেশি করতে পারে, কেননা তাদেরকে কারো নিকট যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, মানুষ স্বয়ং তাদের নিকট চলে আসে, যেমন; বিচারক, পীর সাহেব, শিক্ষক মন্ডলি এবং পিতামাতা, কেননা তাদের অধিনস্থ জন সাধারন, মুরীদ, শিক্ষার্থী এবং সন্তানরাই হয়ে থাকে, এ কারণেই তাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তাঁরা যেনো তাঁদের তত্বাবধানে এদেরকে নেকীর পথে পরিচালিত করে এবং

১. মু'জামু আওসাত, বাবুল আলিফ, মান ইসমুহু আহমদ, ১/১৪৭, হাদীস নং- ৪৭১।



www.dawateislami.net

গুনাহ থেকে বাঁচাতে নিজের কর্ম সম্পাদন করে, কেননা কিয়ামতের দিন তাঁদের থেকে অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের অধিনস্থদের সর্দার এবং শাসক হও এবং শাসক থেকে কিয়ামতের দিন তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১]

এই **হাদীসে পাকের** আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জনসাধারন সুলতান ও শাসকের, সন্তান পিতামাতার, ছাত্র শিক্ষকের, মুরীদ পীরের অধিনস্থ হলো, তত্বাবধানের এটাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যে, অধিনস্থরা যেনো গুনাহে লিপ্ত না হয়।[২]

## শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের শাসক

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানা গেলো যে, শিক্ষকরাও তাদের ছাত্রদের শাসক, সুতরাং তাদের মাঝে মাঝে ছাত্রদেরকে উপদেশ প্রদান করতে থাকা উচিৎ এবং এটি শিক্ষকদের জন্য কোন কঠিন বিষয়ও নয়, কেননা শিক্ষকের মর্যাদা একজন অভিভাবকের ন্যায়, ছাত্রদের পাশাপাশি পিতামাতারাও শিক্ষকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে,

১. বুখারী, কিতাবুল জুমআ, বাবুল জুমআ ফিল কুরআ ওয়াল মাদান, ১/৩০৯, হাদীস নং- ৮৯৩।
২. নুজহাতুল কারী, ২/৫৩০।



www.dawateislami.net

আর এভাবেই শিক্ষকরা তাদের উপর ইনফিরাদী কৌশশ করে তাদেরকে নৈকট্যশীল বানিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের সাড়া জাগাতে পারে। শিক্ষকদের উচিৎ যে, ছাত্রদেরকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল, মাদানী কাফেলায় সফর এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ ও মাদানী মুযাকারা সমূহে অংশগ্রহন করার দাওয়াত দিতে থাকা আর পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা পাঠ করার উৎসাহও প্রদান করতে থাকা, যাতে তাদের সংশোধনের মাধ্যম হতে পারে। যদি একই সাথে কয়েকদিনের ছুটি চলে আসে তবে একে কাজে লাগিয়ে নিজও সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং ছাত্রদেরও সফর করানো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের পাশাপাশি সারা দুনিয়ার মানুষেরও সংশোধন হবে এবং নেকীর দাওয়াতে সাড়া পরে যাবে।

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদানী কাজ

**প্রশ্নঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ কিভাবে করবে?

**উত্তরঃ** যেকোন প্রতিষ্ঠানে মাদানী কাজ করা এবং এতে আশানুরূপ ফলাফল অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলো যে, সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকে প্রস্তুত করা অতঃপর তাদেরকেই মাদানী কাজের যিম্মাদারী



www.dawateislami.net

প্রদান করা। যখন সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট লোক মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যিম্মাদারী নিবে তখন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাজের সাড়া পরে যাবে। স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির (Universities) ছাত্র, শিক্ষক এবং পরিচালনা পর্ষদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার দাওয়াত দিন এবং তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করুন। প্রতিদিন **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরস দিন এবং নিকটস্ত মসজিদে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করুন, যাতে ইনফিরাদী কৌশিশ করার পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির সাথে সংশ্লিষ্ট মসজিদের ব্যবস্থাপনা থেকে অনুমতি নিয়ে মাদানী কাফেলা পাঠান এবং হোস্টেলে গিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসার করার জন্য যেমনিভাবে অনেক মজলিশ বানিয়েছে, তেমনিভাবে একটি মজলিশ **"শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ"** নামেও বানিয়েছে, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যেমন; স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত সমূহের পরিচয় করানোতে ব্যস্ত। এই মজলিশের বরকতে অসংখ্য ছাত্র সুন্নাতে



www.dawateislami.net

ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করে, মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে এবং মাদানী কাফেলার মুসাফিরও হতে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বিভিন্ন দুনিয়াবী শিক্ষার প্রেমিক আমলহীন ছাত্ররা, নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেছে। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দ্বীনের প্রতি সংবেদনশীল করার জন্য মাদানী পরিবেশে নিজেদের জন্য অনন্য **"ফয়যানে কোরআন ও হাদীস কোর্স"** এবং এছাড়াও আরো বিভিন্ন কোর্সেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## ইন্টারনেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব

**প্রশ্নঃ** ইন্টারনেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ব্যবহার সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা প্রদান করুন।

**উত্তরঃ** ইন্টারনেটের ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব বেশি, আর ইতিবাচক প্রভাব খুবই কম। ঈমান ও নৈতিকতা বহির্ভূত বিষয়ের ওয়েব সাইডের আধিক্য, হঠাৎ অশ্লিল ছবি সামনে চলে আসে, এখন তা থেকে সাথেসাথেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে আনন্দ উপভোগ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলে তবে গুনাহ সম্পাদন হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে নিজেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানো খুবই কঠিন হয়ে যরে সুতরাং বিনা কারণে ইন্টারনেট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। যদি প্রয়োজন হয় তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইডই খুলবেন, যদি হঠাৎ অশ্লিল ছবি সামনে এসে যায় তবে স্ক্রীন



www.dawateislami.net

থেকে সাথেসাথে আপনার দৃষ্টি সরিয়ে নিন বা ওয়েব সাইডের পেইজ (Page) পরিবর্তন করে দিন এবং নিজেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচান। যদিওবা আপনি ভাল কাজই করেন তবুও নিজের দৃষ্টির হিফাযত করা এবং অশ্লিল দৃশ্য দেখা থেকে নিজেকে বাঁচানো আবশ্যক। হযরত সায়্যিদুনা আ'লা বিন যায়িদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এমনও বলেছেন যে, "নিজের দৃষ্টিকে মহিলার চাদরের দিকেও দিবেন না, কেননা দৃষ্টি অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করে।"[১]

## একটি কুফরী আক্বীদা

**প্রশ্নঃ** একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ হলো "Matter can not be created and can not be destroyed" অর্থাৎ পদার্থ তৈরী করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। এই আক্বীদা কি সঠিক?

**উত্তরঃ** এই বাক্য কুফরী, যে ব্যক্তি আক্বীদা পোষন করবে যে, পদার্থ এমন এক সৃষ্টি যা **আল্লাহ তায়ালা** সৃষ্টি করেনি, নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে এবং কখনো ধ্বংস হবে না, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে, কেননা এই বাক্যে **আল্লাহ তায়ালা** সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বক্ষমতার অধিকারী হওয়াকে অস্বীকার করা হচ্ছে, যা সরাসরি কুফরী। সমগ্র জগত এবং এতে যা কিছু আছে, সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ তায়ালাই**, যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেনঃ

১. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আ'লা বিন যিয়াদ, ২/২৭৭, নম্বর- ২২১৭।



www.dawateislami.net

خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ৭, সূরা আনআম, ১০২)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** **তিনি** প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং **তিনি** সবকিছু জানেন।

যতগুলো সৃষ্টি এই মুহূর্তে বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে আসবে, অবশেষে সকলকেই একদিন নিঃশেষ হতে হবে, যেমনটি **আল্লাহ রাব্বুল ইবাদ** ইরশাদ করেন:

كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿۲۶﴾ وَّیَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿۲۷﴾

(পারা ২৭, সূরা আর রহমান, আয়াত ২৬-২৭)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর। এবং চিরস্থায়ী হচ্ছেন আপনার **রবে**র সত্তা, **যিনি** মহামহিম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

**কোরআনে মজীদ** ও **হাদীসে মুবারাকা**য় পদার্থের ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে উদাহরন বিদ্যমান রয়েছে, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام যখন নিজের লাঠি মুবারক নিক্ষেপ করলেন তখন তা অজগর হয়ে জাদুকরের সাপগুলোকে গিলে ফেললো। সেই জাদুকরের সাপের ন্যায় দেখতে রশিগুলো যা তিনশত উটের বোঝা ছিলো কিন্তু এরপরও সেই অজগরের আকার একটুও বৃদ্ধি পায়নি বরং তা সবই এতেই নিঃশেষ হয়ে গেলো। এটি পদার্থের সৃষ্টি হওয়া এবং ধ্বংস হওয়ার স্পষ্ট উদাহরন।



www.dawateislami.net

**মনে রাখবেন!** যেকেনো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এমন কোন মূলনীতি বা তথ্য যা কোরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, তা কখনোই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। কোরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান সত্য এবং নিশ্চিত, যাতে পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ নেই আর বিজ্ঞানের মূলনীতি ও তথ্য ধরনামূলক হয়ে থাকে, এই কারণেই তা প্রায় পরিবর্তন হতে থাকে, সুতরাং কোন মুসলমানের এটা শোভা পায়না যে, সে বিজ্ঞানের মূলনীতি ও তথ্যের ভিত্তিতে **আল্লাহ তায়ালার** সর্বশক্তিমত্তা ও বিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা।

## ফিরিশতা, জ্বীন এবং শয়তানের অস্থিত্বকে অস্বীকার করা কেমন?

**প্রশ্নঃ** ফিরিশতা, জ্বীন এবং শয়তানের কি অস্থিত্ব আছে? তাছাড়া নেকী করার শক্তিকে ফিরিশতা এবং গুনাহ করার শক্তিকে শয়তান বলা কেমন?

**উত্তরঃ** ফিরিশতা, জ্বীন এবং শয়তানের অস্থিত্ব কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সুতরাং এদের অস্থিত্বকে অস্বীকার করা এবং নেকী করার শক্তিকে ফিরিশতা এবং গুনাহ করার শক্তিকে শয়তান বলা কুফরী। **আফসোস!** এখন মুসলমানরা দ্বীনি আক্বীদা ও ইসলামী শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, এমনকি একটি বইয়ে এই বাক্যটিও "নেকী করার শক্তির নাম ফিরিশতা এবং গুনাহ করার শক্তির নাম শয়তান" বিদ্যমান।



www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে এই বাক্যটি সরাসরি কুফরী, এই কারণেই যে, এতে ফিরিশতা ও শয়তানের অস্থিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এরূপ বলা যে, **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে মজীদের যেসকল ফিরিশতার আলোচনা করেছেন এর কোন বাস্তব অস্থিত্ব বিদ্যমান নেই, তা বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়, বরং **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** প্রতিটি সৃষ্টিতে যে বিভিন্ন ধরনের শক্তি রেখেছেন যেমন; পাহাড়ের কঠিনতা, পানির প্রবাহ, বৃক্ষের বৃদ্ধি, ব্যস এই শক্তিরই নাম ফিরিশতা, এটাও অকাট্যভাবে এবং নিশ্চিতরূপে কুফরী। অনুরূপভাবে জ্বীন ও শয়তানের অস্থিত্বকে অস্বীকার করা এবং গুনাহ করার শক্তির নাম জ্বীন বা শয়তান বলা কুফরী আর এরূপ বাক্যের বক্তা নিশ্চিত কাফের এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।[১]

**দূভার্গবশতঃ** বর্তমানে আমাদের সমাজে সাধারণ কথাবার্তায় অজ্ঞতার কারণে এমন বাক্য বলা হয়, যার উপর অনেক সময় লুযুমী কুফরী এবং অনেক সময় ইলতিযামী কুফরীর[২] বিধান

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৩৮৪।

২. **কুফরের দু'টি প্রকার: (১) লুযুমী কুফরী (২) ইলতিযামী কুফরী। লুযুমী কুফরী হলো, যে কথা বলা হয়েছে তা পুরোপুরি কুফর নয় কিন্তু কুফরী পর্যন্ত নিক্ষেপকারী হয়ে থাকে এবং ইলতিযামী কুফরী হলো, দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় (ঐসকল দ্বীনের মাসআলা, যা প্রত্যেকেই জানে) থেকে যেকোন বিষয়ে স্পষ্টভাবে বিরোধীতা করা, এটি অকাট্যভাবে সর্বসম্মতিতে কুফর। যদিওবা বিরোধীতাকারী কুফরীর নাম শুনে ক্ষুব্ধ ☞**



www.dawateislami.net

অর্পিত হয়। প্রত্যেকেরই নিজের ঈমানের চিন্তা করে অনেক বুঝে শুনে কথা বলা উচিৎ, কেননা অজ্ঞতাবশতঃ বের হওয়া একটি বাক্যই ঈমানের ধ্বংস এবং দুনিয়া ও আখিরাতের নষ্টের কারণ হতে পারে। **মনে রাখবেন!** কুফর অবস্থায় করা বিবাহ, বাইয়াত এবং অন্যান্য নেক আমল সমূহ সব বাতিল এবং যদি এই সকল কাজ পূর্বে থেকে করা হয়ে থাকে তবে কুফরী বাক্য বলাতে সকল নেক আমল সব অপচয় হয়ে গেলো অর্থাৎ পূর্ববর্তী সবল নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সকল নেকী সমূহ নষ্ট হয়ে গেলো, বিবাহিত হলে তবে বিবাহও ভেঙ্গে গেলো, যদি কারো মুরীদ থাকে তবে বাইয়াতও শেষ হয়ে গেছে। তার উপর ফরয হলো যে, কুফর থেকে দ্রুত তাওবা করা এবং কলেমা পাঠ করে নতুনভাবে মুসলমান হওয়া। মুরীদ হতে চাইলে তবে এবার নতুনভাবে কোন কামিল পীরের মুরীদ হওয়া, যদি সাবেক স্ত্রীকে রাখতে চায় তবে পুনরায় নতুন মোহরানা সহকারে তাকে বিবাহ করে এবং যদি ফরয হজ্জ পূর্বে করেছিলো তবে এখন সক্ষম হলে নতুন করে হজ্জ করা ফরয হবে।

---

☜ হয় এবং মুসলমানের দাবি করে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৪৩১) আরো বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "কুফরিয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" অধ্যয়ন করুন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)



www.dawateislami.net

## একটি "ভুল শব্দ"ও জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** উত্তম সহচর্য বিরল হয়ে গেছে! মুখের সুরক্ষার অভাব প্রসার লাভ করেছে! আমাদের অধিকাংশরেই অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, যাই মুখে আসে বলে দেয়! আফসোস! **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির অনুভুতি কমে গেছে। মুখ দিয়ে বের হওয়া শব্দের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় হাদীসে পাক পর্যবেক্ষণ করুন। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা কখনোবা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টিমুলক কথা বলে এবং সে সেই দিকে মনযোগও দেয় না (অর্থাৎ অনেক কথা মানুষের নিকট খুবই নগন্য মনে হয়ে থাকে) **আল্লাহ তায়ালা** সেই (কথার) কারণে তার অনেক মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন এবং কখনোবা **আল্লাহ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি মূলক কথা বলে আর সে খেয়ালও করেনা যে, এই (কথার) কারণে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে।[১] এবং অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে, তার চেয়েও বেশি দূরত্বে গিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।[২]

**বক বক কি ইয়ে আ'দত না সরে হাশর ফাঁসা দেয়,**
**আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা।** (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

## হাতে অগ্নিকণা

বর্তমানে অবস্থা খুবই সঙ্গিন, দুনিয়ার ভালবাসা অধিকাংশের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার করছে, ঈমান হিফাযতের মানসিকতা কমে

১. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু হিফযিল লিসান, ৪/২৪১, হাদীস নং- ৬৪৭৮।
২. মুসনাদে ইমাম আহদ, মুসনাদে আবী হুরায়রা, ৩/৩১৯, হাদীস নং- ৮৯৩১।


www.dawateislami.net

গেছে! ঈমান বাঁচানোও আবশ্যক কিন্তু এর জন্য চেষ্টা করার কোন বিশেষ প্রেরণা নাই, ঈমানকে সামলানো এবং ইসলামী বিধানাবলী অনুসরন করা দুষ্ট নফসের জন্য একটি কঠিন কাজ। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের মাঝে এমন একটি যুগও আসবে, তখন মানুষের মাঝে নিজের দ্বীনের উপর ধৈর্য ধারনকারী অগ্নিকণা হাতে নেয়ার মতো হবে।[১]

## সুন্নাত বর্জন যেনো কুফরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে না দেয়!

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাহল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: ভয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো যে, নিজের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালার** অনন্ত জ্ঞান সম্পর্কে ভয় করতে থাকা (জানিনা আমার ব্যাপারে কি নিধারিক আছে, শেষ পরিনতি ভাল হবে নাকি মন্দ!) এবং এই বিষয়েও ভীত থাকা যে, সুন্নাতের পরিপন্থি কোন কাজ (অর্থাৎ সুন্নাতকে নিশ্চিহ্নকারী মন্দ বিদআতের অনুসরন) যেনো করে না বসে, যার ফলে তাকে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[২] **অবশ্য!** যদি কারো এই ধরনের আক্বীদা হয় বা সে এই ধরনের বাক্য বলে তবে তার উচিৎ যে, নিজের এই কুফরীকে স্বীকার করার পাশাপাশি অন্তর থেকে একে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাওবায় তা উল্লেখ করা এবং বলা: হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমি যেই কুফরী বাক্য বলেছি যে **"পদার্থ সৃষ্টি করা যায়না এবং ধ্বংসও হতে পারে না বা ফিরিশতা, জ্বীন এবং শয়তানের**

১. তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাব (তা:৭৩), ৪/১১৫, হাদীস নং- ২২৬৭।
২. ক্'তুল কুলুব, ১/৪৬৭।



www.dawateislami.net

**অস্থিত্বকে অস্বীকার করেছি অথবা নেকীর শক্তিকে ফিরিশতা এবং গুনাহের শক্তিকে শয়তান বলেছি" আমার এই কুফরী থেকে তাওবা করছি,** لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার রাসূল।"** অনুরূপভাবে কুফরী থেকে তাওবাও হয়ে যাবে এবং ঈমানও নবায়ন হয়ে যাবে।[১] **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের ঈমানের হিফাযত করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**দুনিয়া মে হার আ'ফত সে বাচানা মওলা, ওকবা মে না কুছ রঞ্জ দেখানা মওলা।**
**বেঠোঁ জু দরে পাকে পায়াম্বর কে হুযুর, ঈমান পে উস ওয়াক্ত উঠানা মওলা।**

**(হাদায়িকে বখশীশ)**

## পৃথিবী ও আসমান স্থির

**প্রশ্নঃ** পৃথিবী কি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে?

**উত্তরঃ** পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে না বরং সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। পৃথিবী ও আসমান উভয়টি স্থির এবং এদের স্থির

---

১. আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কুফরিয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের ভান্ডার অর্জনের পাশাপাশি মুখের কুফলে মদীনা লাগানো এবং ঈমান হিফাযতের জন্য মানসিকতাও তৈরী হবে। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)



www.dawateislami.net

হওয়াটা শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র কুদরত ও ইচ্ছাধীন। **আল্লাহ তায়ালা** ২২তম পারার সূরা ফাতিরের ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ یُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ
(পারা ২২, সূরা ফাতির, ৪১)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় **আল্লাহ** ধরে রেখেছেন আসমানসমূহ ও যমীনকে যাতে নড়াচড়া না করে।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **যাওয়ালে**র আসল অর্থ হলো নিচে নামা, সরে যাওয়া, চলে যাওয়া, নড়াচড়া করা এবং পরিবর্তন হওয়া, কোরআনে পাকে আসমান ও পৃথিবীকে এর বিপরীত ইরশাদ করেছেন, তো পৃথিবী নড়াচড়া করা ও আসমান নড়াচড়া করা উভয়টিই বাতিল হলো।[১] তবে হ্যাঁ সূর্য নড়াচড়া করে, সূর্য উদিত হওয়া এবং অস্ত যাওয়া এর নড়াচড়া করার স্পষ্ট দলিল, যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
(পারা ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ১৭)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং হে **মাহবুব**! আপনি সূর্যকে দেখবেন যে, যখন তা উদিত হয় তখন তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন তাদের বাম পার্শ্ব দিয়ে হেলে অতিক্রম করে যায়।

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৭/২০৫-২০৬।



www.dawateislami.net

**হাদীসে পাকে** রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তখন তুমি কি জানো সূর্য কোথায় যায়? হযরত আবু যর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম যে, **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)ই ভাল জানেন। তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যায় যেনো আরশের নিচে সিজদা করতে পারে। সুতরাং সে অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়, সে সিজদা করার জন্য নিকটবর্তি হয়, সেই সিজদা তার পক্ষ থেকে কবুল করা হয় না এবং সে অনুমিত প্রার্থনা করে তখন তাকে সিজদা করার অনুমতি প্রদান করা হয়না আর বলা হয় যে, ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছো। অতঃপর সে পশ্চিম দিকে উদিত হবে। এই অর্থই হলো **আল্লাহ তায়ালা**র এই পবিত্র বাণীর:

وَالشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ﴿۳۸﴾ (১)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং সূর্য ভ্রমণ করে আপন এক অবস্থানের দিকে; এটা হচ্ছে নির্দেশ পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের। (পারা ২৩, সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৩৮)(২)

---

১. বুখারী, কিতাবু বাদআল হক, ২/৩৭৮, হাদীস নং- ৩১৯৯।

২. পৃথিবী ও আসমান স্থির হওয়া সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফতোয়ায়ে রযবীয়ার ২৭তম খন্ডে বিদ্যমান আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রিসালা "نُزُوْلُ اٰيَاتِ فُرْقَان بِسُكُوْنِ زمين واسمان" (পৃথিবী এবং আসমান স্থির হওয়া সম্পর্কে সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে পার্থক্যকারী কোরআনে মজীদে আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হওয়া) অধ্যয়ন করুন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ☆ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ☆ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

**আমার মাদানী উদ্দেশ্য:** "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা


হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net